পরিবারতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ

উত্তরাধিকার সূত্রে বা পারিবারিক পরিচয়ে রাজনীতির চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এ উপমহাদেশে। বাবার সূত্রে কিংবা দাদার সূত্রে রাজনীতিতে এসে অনেকে পূর্বসূরিকে ছাড়িয়ে গেছেন। রাজনীতিতে হয়েছেন বটবৃক্ষ। আবার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও উত্তরাধিকার সূত্রে পদ-পদবি পেয়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে। যারা এভাবে রাজনীতিতে এসেছেন, তারা কার্যত বনসাই হয়ে আছেন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে উত্তরাধিকার রাজনীতি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধী।

দেশের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সব দলেই উত্তরাধিকারের চর্চা রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে এমপি হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান একাদশ সংসদে এ সংখ্যা ৯৮। স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ জাগায় যে, আগামী দ্বাদশ সংসদে এ সংখ্যা কত হবে? যদিও বর্তমান সংসদের ৩৪টি উপনির্বাচনে উত্তরাধিকার সূত্রে এমপি হয়েছেন মাত্র চারজন। বাকি ৩০ জনকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে পথেই হাটছে বলে উপনির্বাচনের মনোনয়নগুলো সে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচনে অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের উপ-নির্বাচনে গোলাম ফারুক পিংকুকে মনোনয়ন দিয়েছে ।

রাজধানীর গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

বিজ্ঞাপন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু। এছাড়াও তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ

ট্রাস্টের সচিব এবং স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের (স্বাশিপ) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ গোলাম ফারুক পিংকু জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।

একাদশ জাতীয় সংসদের শূন্যঘোষিত এ দুটি আসনে উপ-নির্বাচন আগামী ৫ নভেম্বর। তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ১১ অক্টোবর এবং যাচাই-বাছাই ১২ অক্টোবর।

গত ১ অক্টোবর সংসদ সচিবালয় এ দুই আসন শূন্য ঘোষণা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত এমপি উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞা এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমপি এ কে এম শাহজাহান কামাল রাজধানীর একটি হাসপাতালে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভোররাতে মৃত্যুবরণ করেন। এতে আসন দুটি শূন্য হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়া ২ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়র চেয়েছিলেন উকিল আব্দুস সাত্তারের ছেলে ।

এদিকে, সংসদের ৩০০ আসনে উত্তরসূরি হিসেবে বা পারিবারিক পরিচয়ে মনোনয়ন পাওয়ার পাশাপাশি সংরক্ষিত ৫০ আসনেও এই চর্চা আছে। বরং হিসাব করলে বেশিই দেখা যায়।

সব মিলিয়ে একাদশ সংসদেই উত্তরসূরি বা পারিবারিক পরিচয়ে এমপি রয়েছেন শতাধিক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় দলের প্রভাব ধরে রাখতে নেতার পরিবারের সদস্যদের রাজনীতিতে আনা হয়। আবার অনেক সময় যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে না ওঠায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তবে উত্তরাধিকার চর্চার প্রভাব নিয়ে সতর্ক করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এমন চর্চার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। সংসদে দেখা যায়, অনেকে বক্তব্য দিতে পারেন না। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিও বোঝেন না। আবার জনসমাবেশে অরাজনৈতিক আচরণ করেন, যা সরকার বা দলকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। হঠাৎ করে রাজনীতির মাঠে এসে বেসামাল হয়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক সস্প্রতি এক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘উত্তরাধিকারের রাজনীতি গণতন্ত্র ও আধুনিক রাজনীতির বিরোধী। দলের জন্য ও রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর।’

তিনি বলেন, ‘গত ১৫-২০ বছরে এ ধারার রাজনীতির চর্চা বেশি হচ্ছে বলেই দুর্বল হয়েছে রাজনীতি।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলেন, ‘রাজনৈতিক ত্যাগ-তিতিক্ষা বা যোগ্যতা থাকলে এটা গ্রহণ করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে সংসদে এত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই দুশ্চিন্তার। আমি মনে করি, এ সংখ্যা নিয়ে প্রত্যেক দলেরই চিন্তার ব্যাপার আছে। কারণ দাদা, বাবার যোগ্যতায় এসব পদ পেয়ে থাকলে গণতন্ত্র কতটা মজবুত করবে, সেটাও ভাবতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রজাতন্ত্রে উত্তরাধিকারের সুযোগ নেই। আবার এটাকে ধর্মগ্রন্থের বাণী মনে করলেও চলবে না। কারও যদি যোগ্যতা থেকে থাকে, তাহলে বাবা-দাদা থাকলে আসতে পারবেন না সেটাও তো হতে পারে না।’

আওয়ামী লীগের যারা: এমপি ও মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় থেকে নির্বাচিত। তার বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম ১৯৭০, ’৭৩, ’৭৯ ও ’৮৬ সালের এমপি। দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বাবা প্রয়াত আবদুর রউফ চৌধুরী। তিনি ১৯৯৬ সালের এমপি ও দলের নেতা ছিলেন। ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। খালিদ মাহমুদ চৌধুরীও বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে উঠে আসা। এ ছাড়া তিনবার দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

দিনাজপুরের আরেকটি আসন থেকে নির্বাচিত ইকবালুর রহিমের বাবা প্রয়াত আবদুর রহিম। তিনি সত্তরের এমপি ছিলেন। তবে ইকবালুর রহিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দিনাজপুরের আরেকটি আসনের এমপি শিবলী সাদিক। তার বাবা মোস্তাফিজুর রহমান ফিজুও এমপি ছিলেন।

রংপুর-২ আসনের আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরীর চাচা আনিসুল হক চৌধুরী এমপি ছিলেন। গাইবান্ধা-২ আসনের মাহাবুব আরা গিনি পারিবারিক বিবেচনায় এমপি হয়েছেন। বগুড়া-১ আসনের সাহাদারা মান্নান প্রয়াত এমপি আবদুল মান্নানের স্ত্রী। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল ১৯৭৩ সালের এমপি প্রয়াত মইন উদ্দীন আহমদের ছেলে। নওগাঁ-৫ আসনের নিজাম উদ্দিন জলিলের (জন) বাবা প্রয়াত আবদুল জলিল ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী। সিরাজগঞ্জ-১ আসনের তানভীর শাকিল জয় প্রয়াত মন্ত্রী ও নেতা

মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে। তার দাদা জাতীয় চার নেতার অন্যতম মনসুর আলী। সিরাজগঞ্জ-২ আসনের ডা. হাবিবে মিল্লাত সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের মেয়ের জামাই। সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের তানভীর ইমাম প্রয়াত নেতা এইচ টি ইমামের ছেলে। সিরাজগঞ্জ-৬ আসনের মেরিনা জাহান দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রয়াত মযহারুল ইসলামের মেয়ে। তার ভাই চয়ন ইসলামও এমপি ছিলেন। পাবনা-২ আসনের আহমেদ ফিরোজ কবির প্রয়াত আহমেদ তফিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি ১৯৭৩ ও ’৯৬ সালের এমপি ছিলেন। মেহেরপুর-১ আসনের ফরহাদ হোসেনের বাবা প্রয়াত মোহাম্মদ সহিউদ্দিন ছিলেন ১৯৭০, ’৭৩ ও ’৮৬ সালের এমপি। কুষ্টিয়া-৪ আসনের এমপি সেলিম আলতাফ জর্জের দাদা গোলাম কিবরিয়া ছিলেন এমপি। ঝিনাইদহ-২ আসনের তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাবা প্রয়াত নুরে আলম সিদ্দিকী ছিলেন দলের নেতা। ঝিনাইদহ-৩ আসনের এমপি শফিকুল আজম খান। তার বাবা প্রয়াত শামসুল হুদা জাতীয় পার্টির এমপি ছিলেন। যশোর-৫ আসনের স্বপন ভট্টাচার্যের ভাই পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য দলের নেতা। অবশ্য রাজনীতিতে স্বপনেরও অবদান রয়েছে। রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর বাবা প্রয়াত রফিকুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন। মাগুরা-১ আসনের এমপি সাইফুজ্জামান শিখর। তার বাবা মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান তিনবারের এমপি ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হেলালের ছেলে শেখ ফারহান নাসের তন্ময় বাগেরহাট-২ আসনের এমপি। বাগেরহাট-৩ আসনের হাবিবুন নাহার খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেকের স্ত্রী। খুলনা-২ আসনের শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল শেখ নাসেরের ছেলে। খুলনা-৩ আসনের মন্নুজান সুফিয়ানের স্বামী আবু সুফিয়ান এ আসনের এমপি ছিলেন। তিনি নিজেও অবশ্য রাজনীতি করেছেন। ভোলা-২ আসনের আলী আজম মুকুল দলের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা। ভোলা-৪ আসনের আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের বাবা প্রয়াত এমএম নজরুল ইসলাম ১৯৭৯ ও ’৯১ সালের এমপি। টাঙ্গাইল-৬ আসনের আহসানুল ইসলাম সাবেক এমপি হাজি মকবুল আহমেদের ছেলে। টাঙ্গাইলের আরেক আসনের এমপি খান আহমেদ শুভ দলের জেলা সভাপতি ফজলুর রহমান ফারুকের ছেলে। ফারুক ১৯৭৩ সালে এমপি ছিলেন। ময়মনসিংহ-১ আসনের জুয়েল আরেং সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের ছেলে। ময়মনসিংহ-২ আসনের শরীফ আহমেদের বাবা শামসুল হক চারবারের এমপি। ময়মনসিংহ-১০ আসনের ফাহমী গোলন্দাজ বাবেলের বাবা প্রয়াত এমপি আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ। নেত্রকোনার এমপি সাজ্জাদ হাসানের বাবা প্রয়াত আখলাকুল হোসাইন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিশোরগঞ্জ-১ আসনের সৈয়দা জাকিয়া নূর চার জাতীয় নেতার অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলামের

মেয়ে ও দলের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বোন। কিশোরগঞ্জের আরেক এমপি রেজওয়ান আহম্মেদ তৌফিক সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের ছেলে। অন্য এমপি নাজমুল হাসান পাপনের বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুুর রহমান। তার মা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আইভি রহমান। মানিকগঞ্জের নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের বাবা প্রয়াত সায়েদুর রহমান এমপি ছিলেন। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত নসরুল হামিদের বাবা হামিদুর রহমান দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মা হাসনা হামিদও রাজনীতি করতেন। গাজীপুরের জাহিদ আহসান রাসেল প্রয়াত নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের ছেলে। সিমিন হোসেন রিমি প্রয়াত জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে। মেহের আফরোজ চুমকির বাবা প্রয়াত ময়েজউদ্দিন ১৯৭০ ও ’৭৩ সালের এমপি। কাজী কেরামত আলীর বাবা কাজী হেদায়েত হোসেন গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। মুজিবুর রহমান চৌধুরীর (নিক্সন) বাবা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধু পরিবারের আত্মীয়। তার আরেক ছেলে নূর-ই-আলম চৌধুরীও এমপি। ফরিদপুর-৩ আসনের ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আত্মীয় পরিচয়ে এমপি হন। ফরিদপুরের আরেকটি আসনের এমপি শাহদাব আকবরের মা প্রয়াত এমপি দলের নেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। নাহিম রাজ্জাকের বাবা প্রয়াত নেতা ও এমপি আবদুর রাজ্জাক। জয়া সেনগুপ্তা প্রয়াত এমপি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্ত্রী। এ কে আবদুল মোমেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ভাই। গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজের (মিলাদ গাজী) বাবা প্রয়াত এমপি দেওয়ান ফরিদ গাজী। মাহবুব আলীর বাবা আছাদ আলী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। আনিসুল হকের বাবা প্রয়াত সিরাজুল হক ১৯৭০ সালের এমপি ও সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা। রাজী মোহাম্মদ ফখরুলের বাবা এএফএম ফখরুল ইসলাম মুন্সী ছিলেন জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের এমপি। দীপু মনির বাবা প্রয়াত এমএ ওয়াদুদ ছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আয়েশা ফেরদাউসের স্বামী প্রয়াত এমপি মোহাম্মদ আলী। মাহফুজুর রহমানের বাবা মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৯১ ও ’৯৬ সালের এমপি ছিলেন। এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর বাবা প্রয়াত ফজলুল কবির চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন। মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাবা চট্টগ্রামের প্রয়াত মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বাবা প্রয়াত এমপি আখতারুজ্জামান চৌধুরী। সাইমুম সরওয়ার কমলের বাবা প্রয়াত ওসমান সরওয়ার চৌধুরী ছিলেন ১৯৭৩ সালের এমপি। শাহিনা আক্তার চৌধুরীর স্বামী সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদি। শিরীন আহমেদের স্বামী প্রয়াত বজলুর রহমান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। নাহিদ ইজাহার খানের বাবা খন্দকার নাজমুল হুদা পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর নিহত সেনা কর্মকর্তা। খাদিজাতুল আনোয়ারের বাবা প্রয়াত এমপি রফিকুল

আনোয়ার। ওয়াসিকা আয়শা খানের বাবা প্রয়াত আতাউর রহমান খান কায়সার দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। কানিজ ফাতেমা আহমেদের স্বামী মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী আওয়ামী লীগ নেতা। আঞ্জুম সুলতানা সীমার বাবা কুমিল্লার প্রয়াত নেতা আফজল খান। উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগমের (শিউলী আজাদ) স্বামী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল আজাদ। রুমানা আলীর বাবা প্রয়াত এমপি রহমত আলী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের এমপি বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম। তার মামা খালেদ মোশাররফ। পারিবারিক পরিচয়ে এমপি হলেও সংগ্রাম এমপি হওয়ার আগে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুলতানা নাদিরার স্বামী প্রয়াত নেতা গোলাম সবুর টুলু। হাবিবা রহমান খান শেফালীর বাবা প্রয়াত ফজলুর রহমান খান তিনবারের এমপি ছিলেন। জাকিয়া পারভীন খানমের বাবা সাবেক এমপি মোস্তাফিজুর রহমান খান চুন্নু মিয়া। তার স্বামী আওয়ামী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন। অপরাজিতা হকের বাবা প্রয়াত খন্দকার আসাদুজ্জামান ছিলেন তিনবারের এমপি। তামান্না নুসরাত বুবলীর স্বামী প্রয়াত লোকমান হোসেন ছিলেন নরসিংদীর মেয়র। জাকিয়া তাবাসসুমের বাবা প্রয়াত আজিজুর রহমান দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ফরিদা খানম নারী মুক্তিযোদ্ধা। তার স্বামী নোয়াখালী জেলা মুজিব বাহিনী প্রধান মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। রাজবাড়ীর সালমা চৌধুরীর বাবা প্রয়াত আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী ছিলেন এমপি। সৈয়দা রাশিদা বেগমের স্বামী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি প্রয়াত সৈয়দ নিজাম উদ্দিন লাইট। ফেরদৌসী ইসলাম জেসীর বাবা প্রয়াত ভাষাসৈনিক ও সংসদ সদস্য আ আ ম মেসবাহুল হক বাচ্চু। পারভীন হক সিকদারের বাবা প্রয়াত ব্যবসায়ী জয়নুল হক সিকদার। জামালপুরের আবুল কালাম আজাদ শেখ ফজলুল করিম সেলিমের ভায়রা। এ ছাড়া শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ হেলাল উদ্দীন, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও শামীম ওসমানের পারিবারিক পরিচয় থাকলেও তারা এখন প্রত্যেকে রাজনীতিতে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় পার্টি: বিরোধী দলনেতা রওশন এরশাদ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী। তাদের ছেলে সাদ এরশাদও এমপি। আহসান আদেলুর রহমান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের ভাগ্নে। জিএম কাদেরের স্ত্রী শেরিফা কাদেরও এমপি। নীলফামারী-৪ আসনে আদেলুর রহমান আদেল, তার বাবা ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি ছিলেন। নাসরীন জাহান রত্না দলের কো-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদারের স্ত্রী। আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের ভাই নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের এমপি সেলিম ওসমান।

অন্যান্য: ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের স্ত্রী লুৎফুন নেসা খান সংরক্ষিত নারীর আসনে এমপি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নিজে ও তার স্ত্রী বেগম আফরোজা হকও এমপি। মাহী বি চৌধুরীর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সেলিনা ইসলামের স্বামী পদচ্যুত এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল।

এতো টাকা কোথায় পাচ্ছেন নূর: নতুন অফিসের মূল্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা

সমালোচনার মুখে গত আগস্ট মাসে ৩ কোটি টাকা মূল্যমানের রূপায়ন টাওয়ারের অফিস কেনা ভেস্তে গেলেও আবারও নতুন জায়গায় অফিস স্পেস কেনার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের (একাংশ) সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। ইতোমধ্যে বায়নার ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী টাকা আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এতো টাকা নূর কোথায় পান? নূরের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। যদিও নূর বলছেন পুরোটাই পার্টির সদস্যদের টাকা।

নুরুল হক নুর ও রেজা কিবরিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্বে দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর দুই অংশই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে অস্থায়ী কার্যালয়ে। অন্যদিকে পুলিশের দখলে রয়েছে দলটির প্রীতম জামান টাওয়ারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। অব্যাহতি-পাল্টা অব্যাহতির পর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই প্রীতম জামান টাওয়ারের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয় নুরুল হক নুরের অনুসারীদের।

এর আগে গত আগস্ট মাসে একটি অফিস কেনার কথা জানা গিয়েছিলো। প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী, পল্টনের কালভার্ট রোডের এন/এ নম্বর প্লটে নির্মাণাধীন রূপায়ণ এফপিএবি টাওয়ারের ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত ফ্লোরটি বিক্রি করছিলো রূপায়ণ গ্রুপ। আর এটির ক্রেতা মো.

নুরুল হক নুর। প্রতি বর্গফুটের মূল্য ধরা হয়েছে ১৯ হাজার ৮০০ টাকা। সেই হিসাবে ১৬৫৫ বর্গফুটের জায়গাটির (স্পেস) মোট মূল্য ৩ কোটি ২৭ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। এর সঙ্গে কার পার্কিং বাবদ ৮ লাখ এবং ইউটিলিটি বাবদ আড়াই লাখ টাকা ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে। সব মিলিয়ে জায়গাটি কেনার জন্য নুরুল হক নুরকে দিতে হতো ৩ কোটি ৩৮ লাখ ১৯ হাজার টাকা। যদিও গণমাধ্যমে সমালোচনার মুখে সেই দফা স্পেস কেনা থেকে বিরত হন নূর।

আবারও নতুন করে অফিস কেনা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নুরুল হক নূর বলেন, ‘এটা পার্টির লোকজনের টাকা। সবাই ন্যূনতম ১০হাজার টাকা করে দিবে। কেউ সামর্থ অনুযায়ী ৫/১০ লক্ষ টাকাও দিচ্ছে। আমি গ্রাম থেকে আসা মানুষ। আমার এতো টাকা কোথা থেকে আসবে। আমাকে নিয়ে যা বলা হয়ে থাকে তার সবই মনগড়া। যদিও টাকার উৎসের প্রসঙ্গ আসলে নুর সবসময় বলে আসেন প্রবাসিদের চাঁদার টাকাই তার উৎস।’

যখন তিনি এরকম দাবি তুলছেন ঠিক তখন নুরের দলের নেতাকর্মীরাই তার বিরুদ্ধে আর্থিক অসংগতির কথা তুলে ধরেছেন, দলের টাকা তিনি ব্যক্তিগতভাবে খরচ করেন, এমনকি প্রবাসীদের দেয়া টাকার হিসাবও তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের কাছে দেন না।

গণ অধিকার পরিষদে নূরের সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন দলটির সাবেক আহ্বায়ক রেজা কিবরিয়া। দলটি ভেঙ্গে যাওয়ার পরপরই নূরের সকল আর্থিক অসঙ্গগতির তথ্য ফাঁস করে দেন । গত ২১ জুন ড. রেজা কিবরিয়া গণমাধ্যমকে বলেন, ‘ নুর প্রবাসে কমিটি গঠনের ব্যাপারে নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা বানিয়ে অনুমোদন দিয়েছেন,যাতে অন্য কেউ প্রবাসীদের টাকার তথ্য না পায়। দলীয় ফান্ডের কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নেই। কাউকে হিসাবনিকাশ দিতে চান না তিনি। আমি দলের প্রধান, কিন্তু আমাকে হিসাবনিকাশ দেন না। এখন আমি হিসাব চাওয়াতে তিনি আজেবাজে কথা বলছেন।

পদের বিনিময়ে নূর নগদ অর্থ,দামী গাড়ি নেন পদ প্রত্যাশীদের কাছ থেকে,এমন তথ্যও দিয়েছেন রেজা কিবরিয়া । নুরুর বিরুদ্ধে কমিটিতে পদ বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে রেজা কিবরিয়া বলেন, ‘নুর এত গাড়ি কোথায় পায়! এর আগে বলা হয়েছিল কাতারের সভাপতি গাড়ি দিয়েছে। এভাবে চলতে পারে না। কাতারের সভাপতি কেন গাড়ি দেবে?

অর্থের বিনিময়ে পদ বাণিজ্য করেন বলে নূরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন প্রবাসী অধিকার পরিষদের নেতারা। অর্থের বিনিময়ে নুর কমিটি

দিয়েছেন, প্রবাসী অধিকার পরিষদ ইরাক শাখার কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ সুলতান নুরের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন। গত ৫ জুলাই ইউটিউবে নিজের চ্যানেলে সুলতান জানান এ তথ্য ফাঁস করে দেন । তিনি বলেন, ‘প্রবাসি অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক নিয়মের বাইরে প্রায় দুই কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে এবং সেই টাকার মাধ্যমে নুর ও তার গুটিকয়েক সমর্থক লাভবান হয়েছে। কমিটিতে বড় পদায়ন অর্থের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, যেমন মালয়শিয়া থেকে ভিপি নুরের জন্য যিনি দামী মোবাইল ও মেয়ের জন্য স্বর্ণের চেইন দিয়েছিলেন পরে তাকেই প্রবাসী অধিকার পরিষদের মালয়শিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

গণ অধিকার পরিষদ এর যুগ্ম আহবায়ক মেজর আমীন আহমেদ আফসারী (অব.) একাত্তর টিভিতে এক নতুন তথ্য দিয়েছেন। সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার ভাষ্য ,নুরকে এক জায়গা থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, নুর প্রতিমন্ত্রী হবে এবং দশটি আসনও পাবে। আমিন আহমেদ আফসারি একাত্তরকে বলেন, ‘নুর আমাকে অফার করেছে প্রার্থী হবার এবং আমরা ১০টি সিট পাচ্ছি। আমি প্রার্থী হলে নির্বাচনের জন্য দুই কোটি টাকা আমাকে দেয়া হবে এবং নুর পাবে এক কোটি। এভাবে ১০টি আসনের জন্য মোট ৩০ কোটি টাকা পাবে নুর, কিন্তু আমি এই অফার নাকচ করে দিয়েছি।

টাকার উৎস বিষয়ে জানতে চাইলে নূরুল হক নূর বলেন, আমাকে নিয়ে সবসময় সমালোচনা করা হয়। আমরা যখন রাজনৈতিক দল করলাম তখন রেজা কিবরিয়াকে অভিভাবক হিসেবে সাথে রাখলাম। এরপর তিনি বিএনএম এর সাথে যোগাযোগ রাখা শুরু করলেন তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই আলাদা হওয়ার। আমাদেরকে পুলিশ দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপরতো আমাদের অফিস নিতে হবে। নতুন অফিসের টাকা আসছে কোথা থেকে প্রশ্নে তিনি বলেন, টাকা আমাদের দলের সদস্যদের। আপনাদের দলে কতজন সদস্য যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা তারা দিচ্ছেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, গণ পরিষদের ৫৬টি জেলায় কমিটি আছে, ৩০০ উপজেলা কমিটি আছে। আমাদের ৫টি অঙ্গ সংগঠন আছে, প্রবাসী অধিকার পরিষদ আছে ৪২টা দেশে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১৬৩ সদস্য আছে। প্রত্যেকে ন্যুনতম ১০ হাজার টাকা দিবে। অনেকে আছেন যারা ৫/১০ লক্ষ টাকা দিবেন। বাইরের কোন টাকা নেই। তবে তিনি মোট সদস্য কত সেবিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে বলেননি।

৯৬ সালের আগের অবস্থা মনে করে দেখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, `২৯ বছর যারা ক্ষতমায় ছিল তারা দেশের মানুষকে কিছু দিতে পারেনি। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, যদি পারেন তাহলে ৯৬ সালে পূর্ব পর্যন্ত কী উন্নয়ন ছিল সেটা একটু দেখবেন।‘

শনিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, `১৯৯৬ সালে আমি যখন সরকারে আসি তখন আমাদের বিমানবন্দরের কোনও বোডিং ছিল না, পার্কিং লোড ছিল না, কিছুই ছিল না। আমরা সরকারে এসেই বিমানবন্দরের উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম এবং সিলেট এই দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও আমরা নির্মাণ করি। সঙ্গে শাহজালাল বিমানবন্দরের উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করি।‘

বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, `আরও পর্যাপ্ত আধুনিক, সুযোগ-সুবিধা যাতে সৃষ্টি হয়, তার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। কারণ, আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসীরা বসবাস করে। তারা বিভিন্ন দেশে কাজ করে। আমাদের রেমিট্যান্স পাঠায়। তারাও যাতায়াত করে।‘

মানুষের যোগাযোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি উন্নতির জন্য মানুষের যোগাযোগ অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক যুগের নৌপথ সড়ক পথ রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পথ সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহন করে। বিশেষ করে, এদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগের মূল বাহন হচ্ছে বিমান।

বিভিন্ন সময়ে আকাশপথে যোগাযোগের রুট পরিবর্তন হয় উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, একসময় আন্তর্জাতিক হাব ছিল হংকং। এরপর হলো সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, এখন দুবাই। আমি বিশ্বাস করি, একসময় আমাদের কক্সবাজার বা হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর হবে আন্তর্জাতিক হাব। রিফুয়েলিংয়ের জন্য অনেকেই এখানে আসবে, থামবে; বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করবে। আর কক্সবাজারে নামলে তো আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘ বালুকাময় সি বিচ সেটাও সবাই উপভোগ করতে

পারবে। সেভাবেই আমরা গড়ে তুলতে চাই।’

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মফিদুর রহমানসহ বেবিচক ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আফরোজা পারভীনের পথসভা ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার মোমিনপুর ও নাগদাহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে গণসংযোগ করেন তিনি।

এ সময় তিনি শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা সরকার ও নৌকার পক্ষে ভোট চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ

সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে

– নঈম জোয়ার্দ্দার

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ নানা উদ্যোগ জনগণের সামনে তুলে ধরতে আজ শুক্রবার বিকেলে জেহালা ফুটবল মাঠে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নঈম জোয়ার্দ্দার বলেন,বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে গিয়েছে। আজকে যদি আলমডাঙ্গার কথায় বলি,এই আলমডাঙ্গার রাস্তাঘাট কেমন ছিল? এখন প্রতিটি রাস্তার উন্নয়ন হয়েছে,ব্রীজ হয়েছে,আজকে পদ্মাসেতু দিয়ে যারা ঢাকায় যান,তারা দেখেছেন একটি নয়নাভিরাম সেতু, আল্প সময়েই ঢাকায় যাওয়া যায়। আজকে মেট্রো রেল,বঙ্গবন্ধু টানেল,সহ বড় প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে,এ সব কে করেছে? তিনি আমাদের নেত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল রাস্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য বলতে হয়, উন্নয়নের সরকার,বারবার দরকার,জনগণের সরকার, বারবার দরকার।

দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার সরকার,বারবার দরকার। এজন্য শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।

তিনি বলেন,একটি দল প্রতিবারই সন্ত্রাস করে। যারা সামরিক শাসকের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল। সেই দল অগ্নি সন্ত্রাস করে,মানুষ হত্যা করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় আসতে চাই। তারা জনগণের উপর আস্তা রাখেনা,আস্তা রাখে কার উপর, বিদেশী প্রভূদের উপর। বিদেশী প্রভূরা যখন বলে আন্দোলন যাও, তারা তখন আন্দোলনে যায়। আজকে যদি চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াত অগ্নি সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যার চেষ্টা করে তাহলে যুবলীগ তা প্রতিহত করবে।

জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান শিলনের সভাপতিত্বে জনসভায়
বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক সামসুজ্জোহা হাসু, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আনোয়ার হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, যুগ্নআহবায়ক তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল, পৌর যুবলীগের আহবায়ক আসাদুল হক ডিটু, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি খালিদ হোসেন, জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক সভাপতি আল ইমরান শুভ, ছাত্রলীগ নেতা সৈকত, মুন্সিগঞ্জ নিগার সিদ্দিক কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম প্রমূখ।
জন-সভায় সঞ্চালনা করেন জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীন পথসভা ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার

মোমিনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন, শাওন, সিফাত, জিরান, সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে জনগণের মাঝে তুলে ধরে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে শৈলকুপা নতুন বাজার এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ধলহরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে ও শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার কায়সার টিপুর পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও বিশ্বাস বিল্ডার্সের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলাল। এছাড়াও শৈলকুপা পৌরসভা মেয়র কাজী আশরাফুল আজিম আজম, ঝিনাইদহ জেলা আওয়মী লীগের সহ-সভাপতি সরোয়ার জাহান বাদশা, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা আরিফ রেজা মুন্নু, ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি এ্যাড. আজাদুর রহমান, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান, শৈলকুপা উপজেলা কৃষকলীগর সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য রেজাউল করিম খান, ১১ নং আবাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস, শৈলকুপা পৌর মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ফারুক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উন্নয়ন সভায় বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় শৈলকুপায় কোন উন্নয়নই হয়নি। শৈলকুপা উপজেলা আওয়মী লীগের নেতা কর্মীরা এই জনপদকে একটি আধুনিক বাসযোগ্য আবাসভুমি গড়ার লক্ষ্যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচেন নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌাকার মাঝি হিসেবে দেখতে চান।

সমাবেশের প্রধান অতিথি সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, আগামীতে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় আবার ভোট দেওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জনগনের উন্নয়নের কথা ভাবেন। তার উন্নয়নে ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে এতে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নজরুল ইসলাম দুলাল তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল তৈরী করেছেন। অথচ ঝিনাইদহ -১ শৈলকুপা আসন উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেক অবহেলিত। আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিলে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগনকে সাথে নিয়ে শৈলকুপাবাসীর কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছে দেবেন। এই গণসমাবেশে অন্যান্য বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে শৈলকুপার

নির্যাতিত মানুষের অধিকার ফিরে পেতে, হত্যা ও সন্ত্রাসমুক্ত শৈলকুপা গড়ার লক্ষ্যে আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌকার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

নির্ভার আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী, তলে তলে প্রচারে বিএনপিও

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উজ্জীবিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এরইমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তারা। নির্বাচনী কাজের সেই পালে যেন হাওয়া লেগেছে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পর। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচারে নেমেছে দলের নেতাকর্মীরা। একই সাথে শুরু হয়েছে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির কাজ। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, তলে তলে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে বিএনপিও। দলের নেতাকর্মীদের সাথে সভা, জনসংযোগ করার পাশাপাশি কেউ কেউ পোস্টারও ছেপেছেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলছেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল, নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত। এদিকে জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনএফসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এখন নির্বাচনমুখী।

আওয়ামী লীগের একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর দলের কার্যনির্বাহী সংসদের নেতারা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এসময় তিনি দলের নেতাদের পুরোদমে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দেন। এসময় দলীয় সভানেত্রী তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। গত ১৫ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎখাতসহ দেশে যে সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে তা গ্রামপর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরা; বিএনপি মিথ্যার রাজনীতি করে, সেই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যটা মানুষকে জানানো এবং আগামীতেও আওয়ামী

লীগ কেন ক্ষমতায় আসতে চায়, কেন মানুষে আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে সে বিষয়টিও ব্যাপকভাবে প্রচার করতে নির্দশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

একাধিক আওয়ামী লীগ নেতা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস নেতাদেরকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় করেছে। তারা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এসব নির্দেশনা বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। দলটির নির্বাচনী ইশতেহারও তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে, কর্মসংস্থান তৈরি, দেশকে আরো বেশি বিনিয়োগবান্ধব করে তোলাসহ নানান বিষয় তুলে ধরা হবে ইশতেহারে।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন, ‘দেশের ফেরার পর দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা কুশল বিনিময় করেছেন। এসময় নেত্রী কিছু নির্দশনাও দিয়েছেন। আমরা তৃণমূলের কাছে সেই বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘যতো বাধা বিপত্তি, ভিসা নিষেধাজ্ঞা আসুক না কেন, নির্বাচন যথাসময়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণেই অনুষ্ঠিত হবে। আগামী নির্বাচনে বিএনপি না আসলে তারা একেবারে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।’

আওয়ামী লীগের সামনে এখন নির্বাচন ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মাঠ নির্বাচনী কার্যক্রম, প্রচার-প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। নির্বাচনে ভোটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং দেশ পরিচালনার জন্য আবারও কেন আওয়ামী লীগকে দরকার সেটিও মানুষকে জানাচ্ছি।’ তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিকল্প এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নে, বাংলাদেশকে উন্নয়নমীল রাষ্ট্রের কাতারে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা নির্বাচনী প্রচারণার পাশাপাশি বিএনপির মিথ্যাচার, আন্দোলনের নামে মানুষ হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও ঠেকাতে দলীয় নেতাকর্মীদের রাজপথে সক্রিয় থাকার নির্দেশনাও দিয়েছি। বিএনপি-জামায়াত জোটের অপকর্ম ঠেকাতে আমরা সব সময় রাজপথে আছি।’ নির্বাচন পর্যন্ত রাজপথ দখলে রেখে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার কথা বললেও

ভিতরে ভিতরে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করছে বিএনপিও। দেশের অনেক সংসদীয় আসনে বিভিন্ন দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের পোস্টারও। বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিএনপি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে যে রোড মার্চ, সভা- সমাবেশ করছে এর মধ্য দিয়ে দলটি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে বিএনপি ভোটে অংশ নেবেনা। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের মতো বর্তমান সরকারের অধীনে শেষ মুহূর্তে যদি বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে তারও বিকল্প প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত। নির্বাচনের জন্য আলাদা করে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। বিএনপি যে কয়েকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে সেটাও নির্বাচনের মাধ্যমেই। এখন বিএনপির চলমান আন্দোলন যেটাও অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে।

এছাড়া জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনএফসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এখন নির্বাচনমুখী। এসব দলের নেতাকর্মীরাও মাঠ পর্যায়ে তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় কারাগারে বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ দালতের বিচারক মো: শহিদুল্লাহ তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলূ, জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, গাংনীর ২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।

আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ মিছিল গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে। এ মিছিল থেকে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।

ওই মামলায় উচ্চাদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ।

মামলায় আসামিপক্ষের কৌশলী ছিল অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রীকে কটুক্তি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের একাংশের বর্ধিত সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন ‘যারা দলের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করে দলকে ছোট করেছে তাদের বিরুদ্ধে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হবে। একটি বড় দলে নেতাদের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে, সেটা দলীয় ফোরামে প্রকাশ করার জন্য

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। গতকাল যারা সংবাদ সম্মেলন করেছে তারা দল বিরোধী কাজ করেছে উপরন্তু আরও ঘোষণা দিচ্ছে ভবিষ্যতে আবারো করবে। ‘

৪ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার হল রুমে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন।

৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দিতে জেলা আওয়ামী লীগের একাংশ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। সেই মত বিনিময় সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অপরাংশের আায়েজনে জেলা আওয়ামী লীগের এই বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে(ভার্চুয়ালি) বিশেষ বর্ধিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম,মহজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তাসলিমা খাতুন প্রমূখ।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেন, ‘যারা দল বিরোধী কর্মকাণ্ড করছেন এবং দলবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের সকল বক্তব্য রেকোর্ডেড। এগুলোসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে খবর এসেছে সেগুলোও দলের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। গতকাল সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বক্তব্য দিয়েছেন কাউন্সিলে মাত্র একটি ভোট পেয়েছিলেন। জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন। আমরা যদি একটু খোঁজ নেই তবে দেখতে পাবো তার শিক্ষা দীক্ষা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু। আগামী নির্বাচনে আমরা মেহেরপুরে দুইটি আসন থেকেই নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করব।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভাতে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। সে সময় তারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।